দৈনিক ইনকিলাব

30

তারিখ 21 JUN 1987
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম 1

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

শিক্ষা সংস্কারের নামে আফগানিস্তানে দ্রুত সোভিয়েতকরণের পালা চলছে

মোহাম্মদ মঈনুল হোসেন খান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলো দখল করে দীর্ঘমেয়াদী সোভিয়েতকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সে দেশগুলোতে সমাজতন্ত্র কায়েম করে। ঠিক একইভাবে মস্কো আফগানিস্তানে দখল অব্যাহত রেখে সোভিয়েতকরণের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট। ১৯৭৮ সালে তথাকথিত "সওর বিপ্লব"-এর মাধ্যমে সরদার মোহাম্মদ দাউদকে হত্যা করে মস্কোর সহায়তায় আফগান কম্যুনিস্ট পার্টি প্রধান নূর মোহাম্মদ তারাকী ক্ষমতা দখল করে এবং তারাকী কম্যুনিস্ট আদর্শে সঙ্গতিপূর্ণ সংস্কার হাতে নিলে সোভিয়েতকরণ প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয়। ১৯৭৯ সনে ডিসেম্বরে মস্কো আফগানিস্তানে সরাসরি অনুপ্রবেশের পর থেকে সোভিয়েতকরণ প্রক্রিয়া দ্রুত ত্বরান্বিত করতে থাকে। মস্কো সোভিয়েতকরণ প্রক্রিয়ার মূল হিসেবে আফগানিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থার উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। সোভিয়েত আদর্শে বিশ্বাসী একটি নতুন জেনারেশন সৃষ্টিই মস্কোর উদ্দেশ্য। আফগানিস্তানের শিক্ষা-সংস্কৃতির সর্বত্রই মস্কোর প্রভাব পরিলক্ষিত। সোভিয়েতরা আফগানিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু তথাপিও ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের পরিপন্থী এই সোভিয়েতকরণ প্রক্রিয়া শুধুমাত্র সরকার নিয়ন্ত্রিত কয়েকটি শহরেই সীমাবদ্ধ এবং এই প্রক্রিয়ার সফলতাও অনিশ্চিত বলে মনে করা হয়।

আফগানিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো পরিবর্তন করা হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে এখন সোভিয়েত কাঠামোভিত্তিক করা হয়েছে। আফগান টেকস্ট বই-এর পরিবর্তন করে সোভিয়েত টেকস্ট বই-এর প্রচলন করা হয়েছে। পূর্বের টেকস্ট বইগুলো ইসলাম ও এর দর্শনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। এখন ধর্মীয় মূল্যবোধের পরিবর্তে মার্কিস্ট-লেনিনিস্ট চিন্তাধারা প্রচলন করা হয়েছে। ক্লাসে মার্কিস্ট-লেনিনিস্ট চিন্তাধারার সাথে ভিন্নমত পোষণ নিষিদ্ধ। ছাত্রদের সবসময় "প্রগতিশীল" বই অধ্যয়ন করানো হয়। বিদেশী আবশ্যিক ভাষা ইংরেজীকে বাদ দেয়া হয়েছে এবং রুশ ভাষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে রুশ ভাষায় পাঠ দান করা হয়। কাবুল ইউনিভার্সিটির কেন্দ্রীয় পাঠাগার সোভিয়েত পাঠাগারে পরিণত হয়েছে। লাইব্রেরীতে রুশ বই ও সাময়িকী ছাড়া অন্য বই রাখা হয় না। এমনকি আফগানিস্তানের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কিত কোন বই নেই বললেই চলে। কাবুলের বৃহত্তম বুকশপ বেহাকী এখন সোভিয়েত বই ও সাময়িকীই প্রকাশ করে থাকে এবং এগুলো অত্যন্ত সস্তা দামে বিক্রি করা হয়। বিভিন্ন সাময়িকীতে সমৃদ্ধ ব্রিটিশ কাউন্সিল ও আমেরিকান সেন্টার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বিদেশীদের সাথে আফগান ছাত্রদের সব ধরনের যোগাযোগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিদেশীদের সাথে সংযোগকারী ছাত্রদের আফগান গোয়েন্দা সংস্থা(KHAD) কর্তৃক নিপীড়ন করা হয়। একবার একজন ব্রিটিশ শিক্ষককে বৃটেনের সব পুলিশ অস্ত্র ধারণ না করার কারণ একজন ছাত্রকে ব্যাখ্যা করার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন কম্যুনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী নতুন ক্যাডার সৃষ্টির জন্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেছে। শিক্ষা বৃদ্ধির সুযোগ দিয়ে হাজার হাজার আফগান ছাত্রদের সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোতে পাঠানো হয়েছে। কম্যুনিস্ট ব্লকের ৮৭ হাজার বৃত্তির মধ্যে আফগান ছাত্রদের জন্যে ৭২ হাজারেরও বেশী বৃত্তি সংরক্ষণ করা হয়েছে। বৃত্তিপ্রাপ্ত এইসব আফগান ছাত্রদের উপর সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। তবুও এইসব ছাত্রদের মধ্যেও সোভিয়েতবিরোধী মনোভাব লক্ষ্য করা যায়।

১৯৮০ সালে ৫০০ জন ছাত্র অন্যান্য দেশে পলায়নের চেষ্টা করলে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ তাদের বিভিন্নভাবে নিপীড়ন করে। সোভিয়েত ইউনিয়নে অবস্থানরত আফগান ছাত্ররা সোভিয়েত শিক্ষা গ্রহণে আন্তরিক নয়। তারা প্রায়ই সোভিয়েত শিক্ষার সাথে বিরূপ ধারণা পোষণ করে। পর্যবেক্ষকদের মতে, সোভিয়েতদের কাছে এটা অসহনীয় হয়ে উঠেছে যে, রুশ সৈন্যরা আফগানিস্তানে প্রাণ দিচ্ছে আর সোভিয়েত ইউনিয়নে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা সোভিয়েত শিক্ষার সাথে বিরূপ মনোভাব পোষণ করছে। আফগানিস্তানের ভবিষ্যত নাগরিক ছয় হতে দশ বছরের মধ্যবর্তী শিশুদেরকেও শিক্ষাছুটিতে "বিনোদনের" জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়নে পাঠানো হয়। শিক্ষা সফরের নামে অনেক শিশুদের জোরপূর্বক সোভিয়েত ইউনিয়নে পাঠানোর অভিযোগও রয়েছে। ভয়-ভীতি, নগদ টাকা ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে অনেক পিতামাতাকে তাদের সন্তানদের সোভিয়েত ইউনিয়নে পাঠানোর জন্যে প্রলুব্ধ করা হয়। ১৯৮১ সালের জুলাই মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নে ৮০০ শিশুর সফর প্রসঙ্গে বাবরাক কারমাল বলেন, দেশের ভবিষ্যত বংশধরদের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করে সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। পরবর্তীতে প্রতি বছর ১০ হাজারেরও বেশী শিশুদের সোভিয়েত ইউনিয়নে পাঠানোর এক মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। আফগান গোয়েন্দা সংস্থা(KHAD) নির্দেশিত "ওয়াল্টান পলনজাই" আফগানিস্তানের শিশুদের উপযোগী বিনোদনের একটি প্রতিষ্ঠান। শিশুদের মার্কিস্ট-লেনিনিস্ট আদর্শে উদ্বুদ্ধ করাই এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব।

আফগান শিক্ষকদের সোভিয়েতকরণে সহযোগিতা করার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়। যারা এই প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা না করে তাদের বহিষ্কার করা হয়। আফগান শিক্ষকদেরও সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে আফগান শিক্ষকদের সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়।

প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হলে আফগানিস্তানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিপুলসংখ্যক শিক্ষক মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দেন। ফলে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বহু পদের শূন্যতা দেখা দেয় এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। এই অচলাবস্থা দূর করার জন্যে বহুসংখ্যক সোভিয়েত শিক্ষককে আফগানিস্তানের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করা হয়। কাবুলের পলিটেকনিক কলেজগুলো অতিমাত্রায় সোভিয়েত শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল। কাবুল ইউনিভার্সিটিতে সোভিয়েত শিক্ষকের সংখ্যা সর্বাধিক। কাবুল ইউনিভার্সিটির প্রতি বিভাগেই সোভিয়েত শিক্ষক নিযুক্ত আছে। এমনকি কোন কোন অনুষদের ডীনের পদও সোভিয়েত শিক্ষক কর্তৃক পূরণ করা হয়েছে। প্রকৌশল অনুষদকে সোভিয়েত স্টাইলে পুনর্গঠন করা হয়েছে। অর্থনীতি বিভাগের পাঠক্রম পরিবর্তন করে এখন সোভিয়েত ইউনিয়ন বা, সোভিয়েত ইউনিয়নের কোন বিশেষ অঞ্চলের কৃষি বা শিল্প ব্যবস্থার উপর আলোকপাত নির্ধারিত করা হয়েছে। আফগানিস্তানের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত সোভিয়েত শিক্ষক মার্কিস্ট-লেনিনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচালনা করে।

আফগানিস্তানে আসার পর থেকেই ক্রেমলিন পিডিপিএ-কে সোভিয়েতসদৃশ বিভিন্ন সংগঠনে গড়ে তুলেছে। "আফগান-সোভিয়েত ফ্রেণ্ডশীপ সোসাইটি" নামে একটি সংগঠন তৈরী করা হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে "ফ্রেণ্ডশীপ-হাউস" তৈরী করা হয়েছে। এখানে সোভিয়েত জীবনযাত্রা সংক্রান্ত বিভিন্ন সেমিনারে ছাত্র-শিক্ষককে রীতিমত উপস্থিত ও অংশগ্রহণ করতে হয়। মস্কো কর্তৃক নির্মিত কাবুলে দেহ-মাজং বৃহত্তম "ফ্রেণ্ডশীপ হাউস"। এখানে কনসার্ট সভাকক্ষ, সিনেমা, বার, ক্যাফেটারিয়া, লাইব্রেরী ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আফগানিস্তানে ইউনেস্কো ও অন্যান্য বিদেশী সংস্থাগুলো কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রম সংস্থাগুলোর নিয়মানুযায়ী বাস্তবায়ন হচ্ছে না। সরকারী স্বার্থের সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্যে সংস্থাগুলো সোভিয়েত চাপের সম্মুখীন। কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিয়ে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ ও সংস্থাগুলোর সাথে বিরোধ উপস্থিত। সোভিয়েতকরণ প্রক্রিয়া দ্রুত ত্বরান্বিত করার জন্যে ২০ বছরব্যাপী ইউনেস্কোর শিক্ষা কার্যক্রম মাত্র ৪ বছরে আনা হয়। আফগানিস্তানের মত একটি দেশে যেখানে অশিক্ষিতের হার খুবই বেশী সেখানে ২০ বছর সময়ের পরিবর্তে ৪ বছরে কমানো নিঃসন্দেহে জরুরী পদক্ষেপ। কিন্তু এ রকম দ্রুত পদক্ষেপের ফলে কার্যক্রম সফলতায় অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। ইউনেস্কো পরিচালিত কার্যক্রমে নিযুক্ত শত শত আফগান শিক্ষকদের যারা সোভিয়েত প্রভাবের বিরোধিতা করেছে তাদের বিভিন্নভাবে দমন করা হয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়নের জন্যে নারী ও দরিদ্র কৃষক এবং শ্রমিকদের জোরপূর্বক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাজির করে। যারা সোভিয়েতদের এই ধরনের শিক্ষার বিরোধিতা করে তাদের বিভিন্নভাবে নির্যাতন করা হয়। ১৯৭৯ সালের মার্চে হেরাতে এ রকমের একটি নির্যাতন চালানো হয় এবং অনেক নিরীহ আফগানকে হত্যা করা হয়। পাকিস্তানে পলায়নকারী একজন বলেন— সোভিয়েত স্টাইল শিক্ষাকার্যক্রমে শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুবই নগণ্য। প্রথমদিকে আমরা মনে করেছিলাম যে, কম্যুনিস্টদের উদ্দেশ্য সৎ এবং আমরা তাদেরকে সমর্থন করি। কিন্তু পরবর্তীতে যখন দেখি যে, আফগান টেকস্ট বইগুলো কম্যুনিস্ট আদর্শে এবং প্রোপাগাণ্ডায় রূপান্তরিত করে তখন আমরা তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ধরতে পারি এবং বিরূপ মনোভাব পোষণ করি। একবার প্যারিস এজেন্সী কর্তৃক সৃষ্ট বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমে ১৮টি পদে সোভিয়েতদের দ্বারা পূরণের জন্যে ক্রেমলিন ইউনেস্কোর প্রতি চাপ সৃষ্টি করে। পরে মার্কিন ও অন্যান্য সরকারের বিরোধিতার মুখে ক্রেমলিনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়নি।

আফগানিস্তানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রকৃত শিক্ষার পরিবেশ নেই বললেই চলে। ১৮ বছর বয়স্কের একজন পলায়নকারী ছাত্র জানায়, লিসে ইসতিকলাল নামক স্কুলের প্রতিটি ক্লাসেই ২/৩ জন করে পার্টির সশস্ত্র সদস্যরা উপস্থিত থাকে। এমনকি হেডমাস্টার (পিডিপিএ-র সদস্য) সশস্ত্র অবস্থায় কাজকর্ম করেন। পাকিস্তানে পলায়নকারী আরেকজন শিক্ষক বলেন— অনেক সময় শিক্ষার্থীরা কম্যুনিস্ট সরকারের সমালোচনামুখর হলে তাদের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আর দেখা যেত না। অনেক ক্ষেত্রে অবাধ্য ছাত্রদের মস্কোয় নিয়ে যাওয়া হয় এবং

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 21 JUN 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শাস্তিস্বরূপ বাধ্যতামূলক কাজে জড়িয়ে দেয়া হয়। প্রতিরোধ বাহিনীর একজন ছাত্রের মতে, এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাসের সাথে সাথেই পার্টির সাথে সংশ্লিষ্টদের (মাত্র ১৫%) কাবুল কলেজগুলোতে ভর্তি করে নেয়া হয়। বাকী পাস করা ছাত্রদের বিভিন্ন প্রদেশের কলেজে ভর্তি হতে বলা হয়।

অথচ প্রদেশগুলোতে তাদের সংস্থান হওয়ার মত কোন কলেজ নেই। ছাত্রদের মতে, তাদের কিছুসংখ্যককে রাজধানীর চারিকরে বিভক্ত একটি কলেজে ভর্তির সুযোগ দেয়া হয়। সেখানে তারা কর্তৃপক্ষের কড়া তত্ত্বাবধানে থাকে এবং বিরাট অট্টালিকার ভিতরে আবদ্ধ থাকে। সন্ধ্যায় তাদের নিয়ন্ত্রণকক্ষে হাজির করা হয় এবং তাদের অস্ত্রে সজ্জিত করা হয়। অনেকে বিরোধিতা করে। কিন্তু শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা না দেয়ার ভয় দেখানো হয়। তাদের যুদ্ধের বিভিন্ন কলাকৌশল প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং মাঝেমধ্যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হয়। বিনিময়ে কর্তৃপক্ষ তাদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে। কর্তৃপক্ষ যারা সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করবে তাদের ১,০০০ আফগানী (১৪ মার্কিন ডলার) প্রদান এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ব্যতিরেকেই কলেজ পাসের সার্টিফিকেট প্রদান করার অঙ্গীকার করে।

এইভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানের মত একটি স্বাধীন মুসলিম দেশে ১ লাখ ২০ হাজার সৈন্যের উপস্থিতি ঘটিয়ে আফগানিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে সমাজতন্ত্র কায়েমে সচেষ্ট। দীর্ঘ আট বছরব্যাপী যুদ্ধের পাশাপাশি সোভিয়েতকরণের এই প্রক্রিয়া অবশ্য তেমন কোন ফল বয়ে আনতে সক্ষম হয়নি। সম্প্রতি ছাত্ররা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। তারা বিভিন্ন সেমিনারে আলোচনাকালে কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়, ক্লাসে কম্যুনিস্ট আদর্শের সমালোচনামুখর হয়, সোভিয়েতবিরোধী প্রচারাভিযান গোপনে বিতরণ করে এবং বিভিন্ন শ্লোগান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দেয়ালে প্রচার করে। অন্যদিকে আফগান মুজাহিদরাও গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধি করেছে। এখন তারা "স্টিনজার" ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে সোভিয়েত বিমান ভূপাতিত করেছে। দেশের শতকরা ৮০ অঞ্চলই মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এমনকি সরকার নিয়ন্ত্রিত শহরগুলোও মুজাহিদ হামলার সম্মুখীন হচ্ছে। অপরপক্ষে সোভিয়েত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২০ বিলিয়ন ডলারে। হতাহতের সংখ্যা ৩০—৩৫ হাজার। কাবুল সরকারের সৈন্যসংখ্যা ৯০ হাজার থেকে ৩০ হাজারে কমেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন আফগানিস্তানকে "ব্লিডিং উণ্ড" হিসেবে চিহ্নিত করে। এখন আফগানিস্তানকে দখল করে রাখার ইচ্ছে আর নেই। তাই আফগান সমস্যার একটি "সম্মানজনক" রাজনৈতিক সমাধানের জন্যে সোভিয়েতপক্ষ তৎপর। আর আফগান সমস্যার সমাধান হলে সে ক্ষেত্রে সোভিয়েতকরণের দীর্ঘ প্রচেষ্টা অনিশ্চয়তার মধ্যেই পর্যবসিত হবে। কারণ সোভিয়েতকরণ প্রচেষ্টা শুধুমাত্র ১ লাখ ২০ হাজার সোভিয়েত লাল ফৌজের দমননীতির মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে।